ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বিদেশ এবং নিরাপত্তা নীতি সংক্রান্ত পঞ্চম দফার বৈঠক

ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে বিদেশ ও নিরাপত্তা নীতি সংক্রান্ত পঞ্চম দফার বৈঠক আজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হল। ভারতের তরফে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন শ্রীমতি রুচি ঘনশ্যাম, সচিব (পশ্চিম), যেখানে ইইউয়ের তরফে নেতৃত্ব দেন জনাব জেইন-ক্রিস্টোফিয়া বেল্লিয়র্ড, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, রাজনৈতিক বিষয়ক, ইউরোপীয়ান এক্সটারর্নাল অ্যাকশন সার্ভিস। উভয় পক্ষ ভারত-ইইউ স্ট্যাটিজিক অংশীদারিত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও মজবুত করার বিষয়টি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন।

সম্প্রতি বার্সেলোনাতে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়, ভারত এবং ইইউ সন্ত্রাসবাদের সকল প্রকার ও ধরণের বিরুদ্ধে যৌথ লড়াইয়ের ডাক দেয়। এ ছাড়াও তারা সাইবার নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক হুমকির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। উভয় পক্ষ পারস্পরিক স্বার্থজনিত আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতামত বিনিময় করে এবং নিয়ম মেনে আন্তর্জাতিক প্রচার ও সুরক্ষার বিষয়ে নিজেদের অঙ্গিকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

উভয় পক্ষ অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে এবং ভারত ও ইইউয়ের মধ্যে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের বিষয়টিকে আরও গতিশীলতা দান করার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ইইউ ভারতের অন্যতম বৃহত্তম দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক অংশীদার, যাদের মধ্যে ২০১৬ সালে ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য আদানপ্রদান হয়। ইইউ এছাড়াও ভারতের রফতানির জন্য সবথেকে বড় গন্তব্য, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য রফতানি করে। ভারত ২০০০-১৬ সালের মধ্যে মোট এফডিআইয়ের ২৫ শতাংশ বা প্রায় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন এফডিআই ইউরোপ থেকে ভারত আমদানি করে।

ইউরোপীয়ন বিনিয়োগকারী ব্যাঙ্কের ভারতে প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে স্বাগত জানান সচিব (পশ্চিম), বিশেষ করে শহুরে গতিশীলতা এবং পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ, ভারত-ইইউ স্মার্ট সিটি সেক্টরের বিষয়ে সহযোগিতাকে সমর্থন করেন। মেক ইন ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্মার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত এবং নমানি গঙ্গা প্রকল্পে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং ইইউয়ের সংস্থার অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন তিনি এবং ফ্ল্যাগশিপ উন্নয়নকে আরও মজবুত করার কথা বলেন। ইউরোপীয়ান পক্ষ চলমান ভারত-ইইউ জল অংশীদারিত্বের বিষয়টি তুলে ধরে। কমপক্ষে ৫০ হাজারের বেশি ভারতীয় পড়ুয়া বর্তমানে ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত, ইউরোপে ইরামাস-এর মতো স্কলারশিপ প্রকল্প অত্যন্ত জনপ্রিয়। গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতার আরও মজবুত করার বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন।

উভয় পক্ষ সহমত হয় যে, আন্তর্জাতিক সৌর জোট ভারত-ইইউ শক্তি এবং পরিবেশগত অংশীদারিত্বের বিষয়টিকে আরও মজবুত করবে। ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে আইএসএ উদ্যোগের সমর্থনের বিষয়ে ইইউ তার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এ ছাড়াও তারা আইএসএ প্ল্যাটফর্মের সহযোগিতার মাধ্যমে সৌর ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে যৌথভাবে পুনর্নবিকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা উন্নয়নের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে।

ভারত-ইইউ স্ট্যাটিজিক অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করার বিষয়ে একটি আন্তরিক পরিবেশে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে আসন্ন ভারত-ইইউ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এ বছরের শেষ দিকে।

নয়াদিল্লি

অগস্ট ২৫, ২০১৭